মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd July, 2021

July, 2021 Volume-VII, Issue-V | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

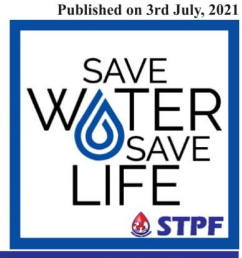

ভালো থাকুন, পাশে আছি, বার্তা নিয়ে পথে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যুগ্মভাবে একমাস ব্যাপী স্থানীয় ক্লাব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক মাস ব্যাপী প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে রান্না করা খাবার পরিবেশন করেছে। বাঘাযতীনের বিবেকানন্দ মিলন সংঘের অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিবেশীর হাতে রান্নাকরা খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (খবর ২-এর পাতায়, ছবি-৮-এর পাতায়) নিজস্ব চিত্র

ডেল্টার কেরামতি শেষের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি-শান দেওয়া অস্ত্রের ধার কমে এসেছে। যদি এই ভোঁতা অবস্থায় ফের শান দেওয়া হয় তবে অস্ত্রটাই ভেঙ্গে যাবে। ডেল্টা স্টেনের দাপটে কাঁপছে দুনিয়া। এরই মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছে 'নেচার' পত্রিকা। এই পত্রিকার গবেষণাপত্রে লেখা হয়েছে, শক্তির শীর্ষে পৌঁছেছে করোনাভাইরাস। ক্ষমতা এখন হ্রাস পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি পেরুতে ল্যাম্বডা স্ট্রেনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই স্ট্রেনটিকে 'ভ্যারিয়েন্ট অফ ইনটরেস্ট' তালিকায় রেখে নজরবন্দি করা হয়েছে। গত ১৮ মাসে নভেল করোনাভাইরাস একের পর এক মিউটেশন ঘটিয়েছে। সার্স কোভ-২, আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা ইত্যাদি। তবে বিজ্ঞানীদের দাবি, এর মধ্যে ডেল্টারই শক্তি বেশি। দেশের ২৮টি গবেষণাগার নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়ান সার্স কোভ-২ জেনেটিক কনসর্টিয়ামের বক্তব্য, ডেল্টা প্লাস বা এওয়াই ১ স্ট্রেনটি নিয়ে অনেকদিন ধরেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। দেশের কয়েকটি রাজ্য থেকে ওই স্ট্রেনের খবর পাওয়া

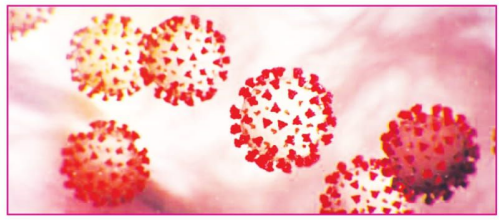

গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতি মিউটেশনের কারণে চরিত্র বদল করে ডেল্টা প্লাসে পরিণত হয়েছে।

স্পাইক প্রোটিনের বিন্যাস এবং গঠন ক্রমাগত বদলের ফলে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বারবার ধোঁকা খেয়েছে। নেচার পত্রিকার প্রতিবেদনে আরও লেখা হয়েছে, ডেল্টা স্ট্রেন এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তার স্পাইক প্রোটিনে আর মিউটেশন ঘটানোর শক্তি নেই। হয়তো বেশ কিছু বছর পর সামান্য বদল হবে। তবে এটাই ভাইরাসের সর্বশেষ পর্যায়।

একমাত্র টিকাকরণই ডেল্টার তান্ডবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিনা বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে যে নমুনা দিয়েছিলেন এখন সেগুলো ডেটা বেস থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

নতুন বিপদ মিউকরমাইকোসিস

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনা আবহে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ উদ্বেগ বাড়িয়েছে। করোনা চিকিৎসায় থাকা বা কোভিড সারিয়ে ওঠা রোগিদের ছত্রাকের সংক্রমণ বেশি ধরা পড়ছে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, শুধু কোভিড থাকলেই কি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের রোগ বা মিউকরমাইকোসিস হবে? মিউকরমাইকোসিস অন্যান্য জটিল অসুখ থেকেও হতে পারে। তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে মিউকরমাইকোসিসের ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। করোনার জন্য যে স্টেরয়েড জাতীয় অসুখ খেতে হয় তাতে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়, তখনই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ঝুঁকি বাড়ে।

এখন জেনে নেওয়া যাক, মিউকরমাইকোসিস কী? মিউকরমাইসিটিস নামে এক শ্রেণির ছত্রাকের সংক্রমণে যে রোগ হয় তাকে বলে মিউকরমাইকোসিস। পচে যাওয়া গাছের পাতা নোংরা-আবর্জনা, প্রাণীর মৃতদেহ বা মলমূত্র ইত্যাদি থেকে এই ছত্রাক জন্ম নেয়। এদের রেণু বাতাসে মিশে ভেসে বেড়ায়। শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে গেলে দেহকোষগুলিকে সংক্রমিত করে। নাক, মুখ, ত্বকের ছিদ্র দিয়েও সহজে ঢুকে পড়ে মানুষের শরীরে। শরীর যদি দুর্বল হয় ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে আসে তাহলে এই ছত্রাকের রেণু শরীরে ঢুকলে তা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের যে অঙ্গে সংক্রমণ ছড়ায় সেখানে কালো আস্তরণের মতো পড়ে যায়, নাক থেকে কালো দুর্গন্ধযুক্ত তরল বেরতে দেখা যায় অনেকের, তাই একে কালো ছত্রাকের রোগ বলা হয়।

ডায়াবেটিস থেকে কীভাবে হতে পারে মিউকরমাইকোসিস?

রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে সেই অবস্থাকে বলা হয় হাইপারমাইসোমিয়া। এই হাইপারগ্লাইসোমিয়া কালো ছত্রাকের রোগ তথা মিউকরমাইকোসিসের অন্যতম রিস্ক-ফ্যাক্টর।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

সম্পদ বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি-ফেরার তিন ব্যবসায়ী বিজয় মাল্য, নীরব মোদী এবং মেহুল চোক্সীর বাজেয়াপ্ত করা মোট ১৮,১৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কনসর্টিয়ামের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানালো ইডি।

তেলে লগ্নি

নয়াদিল্লি-এবার কোন অনুমোদন ছাড়াই তেল ও গ্যাস শিল্পতে সরাসরি ১০০ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির দরজা খুলে গেল। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেলেই শীঘ্র চালু হয়ে যাবে।

দেউলিয়া বিধি

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রিয় সরকারের দেউলিয়া বিধিতে ক্ষতি হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলোর। তারা বকেয়া পাওনার মাত্র ২০ শতাংশ আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে। এবার সেই দেউলিয়া বিধিকেই আরও শক্তিশালী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। আইন সংশোধন করলে হয়ত ভাল ফল পাওয়া যাবে।

নতুন সাজে গ্রন্থাগার

কলকাতা-আগামী বছর ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসে নতুনভাবে সাজতে চলেছে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার। ধর্মতলায় চালু হবে সিটি হাব। সরকারি গ্রন্থাগারে এবার ২২টি সরকারি ভাষার আলাদা আলাদা বিভাগ হবে। শিশু বিভাগে চালু হবে ক্রিয়েটিভ সেন্টার।

দূরত্ব কমাতে

নয়াদিল্লি-আসন পুনর্বিন্যাস এবং বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পেতে পারে জম্মু-কাশ্মীর। ২৪ জুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই এমনই আশ্বাস পেয়েছেন উপত্যকার নেতারা। এই অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ হওয়ার দু'বছর পর উপত্যকার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী।

টিকা অশান্তি

নয়াদিল্লি-ছ'মাসে অন্তত ছ'বার পাল্টানো হয়েছে দেশের টিকা নীতি। এর কারণ জানতে চেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধিরা।

এক পলকে রাজ্য

মাকে টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা শিশুদের ওপর আসবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই এবার রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিশু থেকে বারো বছর পর্যন্ত কিশোরদের মায়েদের টিকার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে ১৭ জুলাই। ফলাফল প্রকাশিত হবে এক মাসের মধ্যে। কাউন্সেলিং শেষ করা হবে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

ভুয়ো শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সরকারি নথি জাল করে ভুয়ো আই এ এস পরিচয় দিয়ে করোনা প্রতিষেধক শিবির চালানোর অভিযোগে কসবা থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই শিবিরে প্রতিষেধক নিয়েছেন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী।

ঢুকে পড়লেন মুকুল

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে মুকুল রায়ের মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিধানসভার সংশ্লিষ্ট কমিটি। অন্যদিকে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের জন্য বিজেপির করা আবেদনের শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে ১৬ জুলাই।

এক দেশ এক রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এই রাজ্যে 'এক দেশ, এক রেশন' ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। জেলা প্রশাসনকে বৈধ রেশন কার্ডের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলে গেলেন স্বাতীলেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি-চলে গেলেন থিয়েটার দুনিয়ার যশস্বী অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (৭১)। দীর্ঘদিন কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৬ জুন দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখানে - ওখানে

মাসব্যাপী খাদ্যবণ্টনে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশ্বজুড়ে এই অতিমারির প্রলয়কে মাথায় রেখেই পৃথিবীর সব কর্মকাণ্ড চলছে সমাজকে চলমান রাখতে। শহর কলকাতায় গত বছর (২০২০)-র মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সমাজসেবার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কোভিডের দ্বিতীয় প্রবাহে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যুগ্মভাবে একমাস ব্যাপী কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে হাতে তৈরি করা খাবারের প্যাকেট তুলে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই কর্মসূচিতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। আগামীদিনেও এই সংগঠন সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

বাঁশদ্রোণী প্রদীপ সংঘে খাদ্যবন্টন কর্মসূচীর মাঝে ব্যস্ত সকলে নিজস্ব চিত্র

প্রান্তিক মানুষের মধ্যে খাবার দেওয়ার এই কর্মসূচী শুরু হয়েছে ২১ মে থেকে, কর্মসূচী চলেছে ১৩ জুন পর্যন্ত। শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ক্লাব সংগঠনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। এই কর্মসূচী সফল করতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সঙ্গে সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলো হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। এই কর্মসূচীতে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভূমিকাও প্রশংসার দাবি রাখে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী সুনাম এই কর্মসূচীকে সফল করার পেছনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে—একথা অনস্বীকার্য।

সাম্প্রতিকের ব্যবস্থাপনায় খাদ্যবন্টন কর্মসূচীর শুরুতে অপেক্ষা করছেন সকলে। নিজস্ব চিত্র

প্রান্তিক মানুষকে খাবার দেওয়ার কর্মসূচী চলাকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সকলে একযোগে কাজ করেছে। এই কর্মসূচীতে আমরা যাদের সাহচর্য পেয়েছি তাদের কথা না বললে গোটা বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যাবে। এরা হল কলেজ স্ট্রিটের অল মাই ফ্রেন্ডস, কেশব সেন স্ট্রিটের তরুণ তীর্থ, বাগমারির দিগন্ত ব্যায়ামাগার, মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন, বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরি, উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাব, প্রচেষ্টা, কলুটোলা দুর্গোৎসব কমিটি, ২৯-এর পল্লি কালীপুজা কমিটি, বাগবাজার মা সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুচিবাজার রাধাকান্ত ব্যবসায়ী সমিতি, রাজবল্লভ পাড়ার বঙ্গীয় জাতীয় সংঘ, সিটি কলেজ অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন এবং ছাত্র সংসদ, মহিলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, শীল লেনের টুম্পা শীল, অন্বেষা ক্লাব, ২১ নং শীল লেনের দীপঙ্কর মজুমদার, রানীকুঠির প্রদীপ সংঘ, বাঁশদ্রোণীর গোপাল রায়, বিবেকানন্দ মিলন সংঘ, বাঁশদ্রোণীর যুব সংঘ, অশ্বিনীনগর, আমহার্স্ট স্ট্রিটের রয়েল ক্লাব, সিমলা স্পোর্টিং ক্লাব, কালীদাস সিংহ লেন দুর্গোৎসব কমিটি, বাদুড় বাগান, রাজা রামমোহন সরণীর সেভেন স্টার ক্লাব, কলুটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব, লেক এভিনিউ-র সেবক সংঘ পুজা কমিটি, লেক ইয়ুথ কর্ণার, বেলেঘাটা লেকসাইড সাউথ ক্লাব, গোলকালী দুর্গোৎসব কমিটি, সুনীলনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, আনন্দনগর স্পোর্টিং ক্লাব, বেলেঘাটার জাগরণী ক্লাব, বেলগাছিয়া আঞ্চলিক সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গাপুজা কমিটি, আরকেডি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মাদার নেস্ট, ক্রীড়াপ্রেমী, দমদমের স্কাউট অ্যান্ড সাইড গ্রুপ, কুমোরটুলি ফুটবল কোটিং সেন্টার, নিমতলা সার্বজনীন, সাম্প্রতিক, ফ্রেটারনিটি রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা, নেতাজি জাতীয় সেবাদল, রাজডাঙ্গা নবোদয় সংঘ, মুচিবাজারের আবাসিকবৃন্দ, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং উই আর দ্য কমন পিপল। এই কর্মসূচীর ফলে শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক মানুষদের কিছুটা উপকার হয়েছে।

দিশারীতে চলছে খাদ্যবন্টন কর্মসূচী নিজস্ব চিত্র

এই কর্মসূচীতে খাবারের মধ্যে ছিল বিভিন্ন উপকরণ। যেমন—ভাত, মাংস, ডিম, তরকারি ও রুটি। প্রতিদিন এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের প্যাকেট তৈরি করার কাজটি করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রতিটি কর্মসূচীতেই উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মূল লক্ষ্য মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়াকে প্রতিরোধ করতে দেশ জুড়ে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা। সংগঠনের এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খাদ্য প্রদানের প্রতিটি কর্মসূচীতে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে চলেছে অবিচ্ছিন্ন প্রচার।

গত বছরের মার্চ মাস থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন শহরের বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দিয়েছে আমজনতার হাতে। কিন্তু অতিমারির এই পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য প্রদানের এই কর্মসূচীটি নিতে হয়েছে বাস্তব সমস্যাকে পর্যালোচনা করে। ভবিষ্যতেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করে সমাজসেবার কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানান সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

নতুন বিপদ মিউকরমাইকোসিস

প্রথম পাতার পর

হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কারণে বিভিন্ন কগনিটিভ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হাইপারগ্লাইসেমিয়া হলে এন্ডোথেলিয়াল রিসেপটর জিআরপি ৭৮ এর সক্রিয়তা বেড়ে যায়। যে কারণে পমিরফোলিউক্লিয়ার ডিসফাংশন দেখা দেয় রোগীর। শরীরের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস তখন তার পুষ্টির জন্য আয়রণ ও অন্যান্য উপাদান সেইসব কোষ থেকে পেয়ে যায়। ফলে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করে।

স্টেরয়েডের বেশি ব্যবহার বিপদ বাড়াতে পারে?

মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকে। যদি বাইরে থেকে কোনও ভাইরাস বা পরজীবীর সংক্রমণ হয় তাহলে শরীর তার প্রতিরোধ সাড়া দেয় ও ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তারও একটা সীমা আছে। যদি দেখা যায় রোগ প্রতিরোধে ইমিউন সিস্টেম অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে তখনই প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন শুরু হয়ে যায়। সংক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে উল্টে শরীরের সুস্থ কোষগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রেও এমনটাই হচ্ছে রোগীর শরীরে। অতি সক্রিয় ইমিউন সিস্টেমের কারণে সাইটোকাইম স্টর্ম দেখা দিচ্ছে। এই অতিসক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন রেসপন্স ফিরিয়ে আনার জন্যই স্টেরয়েডের ব্যবহার করতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। আর গণ্ডগোলটা হচ্ছে সেখানেই।

স্টেরয়েডের বেশি ব্যবহার রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমিয়ে দেয়। নানারকম জটিল রোগ ধরতে থাকে শরীরে। আর রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে গেলেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় স্টেরয়েডের ব্যবহারে রক্তে শর্করার পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে।

কীভাবে সতর্ক থাকবেন?

মিউকরমাইকোসিস থেকে বাঁচতে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে। চোখ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, চোখ না নাকের চারপাশে ব্যথা হতে পারে। নাকের ওপর কালচে ছোপ, নাক থেকে কালো তরল বেরিয়ে আসা, জ্বর, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন বমি, মুখের একপাশের পেশিতে ব্যথা, দাঁত আলগা হয়ে আসা, দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে বা ডবল ভিশন, ত্বকের সংক্রমণ, র‍্যাশ দেখলেই সতর্ক হতে হবে।

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg
Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com
For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

বাইডেন-পুতিন বৈঠক

জো বাইডেন এবং ভ্লাদিমির পুতিন

জেনেভা-শেষ পর্যন্ত জেনেভায় ১৬ জুন বৈঠকে বসলেন দুই শক্তিধর রাষ্ট্রনেতা। জেনেভার এক শতাব্দী প্রাচীন ভিলায় মুখোমুখি বৈঠক করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ভ্লাদিমির পুতিন। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের সামনে পাশাপাশি বসেন দুই নেতা। সঙ্গে ছিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নেড়েছেন বাইডেন। বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে বাইডেনকে 'বন্দি বদলের' প্রস্তাব দিয়েছেন পুতিন। সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে দু'দেশই আলোচনায় সম্মত হয়েছেন।

ল্যাবে জীবন্ত বাদুড়

ওয়াশিংটন-নভেল করোনাভাইরাসের উৎসের খোঁজে তোলপাড় গোটা পৃথিবী। আমেরিকা, ব্রিটেন সহ একাধিক দেশের সন্দেহ চিনের দিকেই। সেই সন্দেহ আরও প্রকট হল প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিয়ো নিয়ে। সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, খাঁচায় বন্দি এক ঝাঁক জীবন্ত বাদুড়কে। এরপরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তদন্তকারী দল। এই দলটি কিছুদিন আগে উহান ঘুড়ে এসে জানায়, কোনও জীবন্ত প্রাণীকে আটকে রেখে চিনে পরীক্ষা চালানো হয় না। পুরোটাই একটা ষড়যন্ত্র। যদিও প্রথম থেকেই চিন সমস্ত তথ্য উড়িয়ে দিয়েছে এবং ঘটনাটি চেপে যাওয়ার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উহানের সন্মান

উহান-কোভিড বিতর্কের শীর্ষে রয়েছে উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ধারণা উহান শহরের এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ছড়িয়েছে নভেল করোনাভাইরাস। এবারে বিজ্ঞানের সেরা অবদানের জন্য উহান ইনস্টিটিউটকে সর্বোচ্চ সম্মানে মনোনীত করল চিন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড ১৯ রোধে শৃঙ্খলা মেনে গবেষণার জন্যই এই স্বীকৃতি। শুধু ইনস্টিটিউটই নয়, বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শি ঝোংলিকে। এদিকে চিন যখন সাফল্য উদযাপনে ব্যস্ত তখন গোটা বিশ্ব কাঁপছে ডেল্টা স্ট্রেনকে নিয়ে।

চিনের ট্রেন

বেজিং-তিব্বত সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশের এলাকা ঘেঁষে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চালাবে চিন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে লাসা থেকে নিংচি পর্যন্ত ৪৩৫.৫ কিমি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে চিন ভারতের সীমান্ত এলাকায় চাপ সৃষ্টি করার জন্য উন্নয়নের কাজ বাড়িয়েই চলেছে। তারই ফলশ্রুতিতে এই দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ। এর ফলে ভারতের ওপর চাপ বাড়বে বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। সীমান্তে সুরক্ষা আরও বাড়াচ্ছে চিন।

রাইসির জয়ে ভাবনা

ওয়াশিংটন-বিপুল ভোটে জিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। অতিরক্ষণশীল কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতা ইব্রাহিম রাইসি। কিন্তু ইরানবাসীদের অভিযোগ, স্বচ্ছভাবে এই নির্বাচন হয়নি। ক্ষমতায় আসার তীব্র লিপসা নিয়ে রাইসি নির্বাচন আয়োগকে কাজে লাগিয়েছেন। বিষয়টা ইরানিরা মেনে নিতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত রাইসির এই জয় নিয়ে মুখ খুলেছে আমেরিকার হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র। জানিয়েছেন, ইরানের সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচনে অংশ না নিতে পারাটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মহাসুখে হাফিজ

লাহোর-পাকিস্তানের জোহর টাউন এলাকায় বিস্ফোরণের সময় বাড়িতেই ছিলেন জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সঈদে। পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক মদতের অভিযোগে বর্তমান কোর্ট লাখপত জেলে বন্দি হাফিজ। হাফিজের বাড়ির এলাকা থেকে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। হাফিজের বাড়িতে থাকার প্রমাণ লোপাটের জন্য এসব করা হয়েছিল বলে দেশের মানুষের ধারণা।

মিলিজুলি ভ্যাকসিন

রাষ্ট্রপুঞ্জ-অতিমারির শেষ কোথায় তা কারও জানা নেই। উল্টে নিত্যনতুন স্ট্রেনের দাপটে বিশ্বে কোভিড আতঙ্ক বেড়েই চলেছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, দু'টি আলাদা ভ্যাকসিনের ডোজ নিলে বেশি দিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন জানিয়েছেন, মিশ্র ভ্যাকসিন ভাল কাজ দিচ্ছে। কিছু দেশ আবার দু'টি ডোজের টিকাকরণ শেষের পরে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বুস্টার ডোজ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। শীতে এই ডোজ দেওয়া হতে পারে। ব্রিটেনে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

জলবায়ু দ্বন্দ্ব

মেলবোর্ন-জলবায়ু নিয়ে মতবিরোধের জেরে অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীসভায় ভোটে হেরে পদত্যাগ করলেন সেদেশের উপপ্রধানমন্ত্রী ম্যাককর্ম্যাক। বিপুল ভোটে জিতে সেই পদ পেলেন বার্নেবি জয়েস, যিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন নিয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নন। অস্ট্রেলিয়ার শিল্পে কয়লার ব্যবহারের কারণে এই দেশে বিশ্বের মাথাপিছু সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতদিন অস্ট্রেলিয়া বলে এসেছে, জলবায়ু পরিবর্তন আটকাতে ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে যে যে পদক্ষেপ করা হবে, তাতে অনেকাংশেই ব্যাহত হবে শিল্প।

সীমান্তে হামলা

মেক্সিকো সিটি-আমেরিকার টেক্সাসে সীমান্তবর্তী মেক্সিকো রেনোসা শহরের অনেক এলাকায় ১৯ জুন হামলা চালানো বন্দুকবাজেরা। এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৮ জন। মেক্সিকোর নিরাপত্তা সংস্থা জানিয়েছে, ওই দিন বিকেলে বেশ কয়েকটা গাড়িতে করে কিছু বন্দুকবাজেরা এলাকায় এসে হামলা চালায়। এর পর পুলিশ হামলাকারীদের উদ্দেশ্য করে গুলি চালালে একজনের মৃত্যু হয়। তদন্ত শুরু করে কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে পারস্পরিক দুরত্ব মেনেই জোর কদমে চলছে যোগ।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ ভ্যাক্সিন নেওয়ার পরেও অনেকে করোন আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা কেন হচ্ছে? *অনামিকা স্যান্যাল, টালিগঞ্জ*

উঃ ভ্যাক্সিন করোনার বিরুদ্ধে আমাদের সুরক্ষা দেয়, কিন্তু পুরো একশো শতাংশ নয়। কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন নেওয়ার পরেও করোনা সংক্রমণ হয়। কিন্তু এর সংখ্যা খুবই কম। খুব বিরল ক্ষেত্রে মৃত্যুও হতে পারে। তবে একে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরাই ভালো। এগুলোকে বলা হয় ব্রেক থ্রু কেসেস। এর কারণ হতে পারে—(১) অন্য প্রজাতির (স্ট্রেন) দ্বারা সংক্রমণ। ভাইরাসের চরিত্র বদলের ফলে এটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন ঠিকমত কাজ নাও করতে পারে।

(২) আবার শরীরে ইমিউনিটি কম থাকলেও এটা হতে পারে। যেমন দেখা গেছে যে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষতঃ পিউফেলিয়া, সিঙ্কোনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে।

(৩) তাছাড়া, ভ্যাক্সিন নেওয়ার পর কিছু মানুষ নিজেদের পুরোপুরি নিরাপদ মনে করেন। তাঁরা অনেক সময় মাস্ক ছাড়াই ঘোরাফেরা করেন বা ভিড় জায়গায় চলে যান। তার থেকেও এরকম হতে পারে।

প্রঃ করোনা থেকে সুস্থ হবার পর কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে? *প্রসুন চৌধুরী, নিউটাউন*

উঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম কিছুদিন দুর্বলতা, ক্লান্তি ইত্যাদি থাকতে পারে, যা আস্তে আস্তে চলে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিছু উপসর্গ বেশ কিছুদিন ধরে থেকে যায়। একে বলা হয় লঙ কোভিড। ভীষণ দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, কাশি, বুক ধড়ফড়, অস্থিরতা, ঘুম কম হওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

এছাড়াও হতে পারে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, ফুসফুসের ক্ষতি, হার্টের ক্ষতি—যার থেকে হার্ট ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে। মস্তিষ্কের সমস্যা—যার থেকে স্ট্রোক, খিঁচুনি (Serures) বা Guillain Barre Syndrome হতে পারে।

বাড়িতে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা কিভাবে করা যাবে? *দীপিকা সরকার, হাওড়া*

উঃ প্রথমতঃ রোগীকে সবার থেকে আলাদা করতে হবে। অর্থাৎ আইসোলেশন (Isolation)-এ রাখতে হবে। তার ব্যবহার করা জিনিষ অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। যারা খাবার, জল বা অন্যকিছু দেবে—দূরত্ব বজায় রাখবে এবং অবশ্যই মাস্ক পরে।

পুষ্টিকর খাবার এবং অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। শরীরে জলের পরিমাণ কম হলে, অর্থাৎ ডিহাইড্রেশন হলে করোনার উপসর্গ গুলি প্রকট হয়।

জ্বর হলে প্যারাসিটামল দিতে হবে। কাশির ওষুধ ও আনুষঙ্গিক ওষুধ নিতে হবে। বাড়িতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে করোনার নির্দিষ্ট কোন ওষুধ এখনও পর্যন্ত নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে ট্রিপল থেরাপি চালু ছিল, অর্থাৎ ডক্সিসাইক্লিন, আইভারলেকটিন, জিঙ্ক—তার ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

রেমডেসিভির শুধুমাত্র হাস পাতালে ভর্তি হলেই দেবার কথা বলা হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এক সপ্তাহ পরে আবার করোনার পরীক্ষা করতে হবে। রোগীর সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদেরও পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং হোম কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে।

করোনা রোগীকে কখন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে? *দীপিকা সরকার, হাওড়া*

উঃ যদি বিপজ্জনক উপসর্গগুলি (Warning Symptoms) দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা বা চাপ লাগা, আচ্ছন্নভাব, ঠোঁট নীল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়, তবে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন। আবার শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা (Oxygen Saturation) কমে গেলেও ভর্তি করতে হয়।

প্রঃ লিভারের সিরোসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোকপাত করলে ভালো হয়। আমার কাকার এই রোগ আছে। *অলক দত্ত, মানিকতলা*

উঃ সিরোসিস অব লিভার কঠিন একটি রোগ। এর চিকিৎসা খুবই কঠিন। এই রোগে সেরকম কোনো ওষুধ এখন নেই। একমাত্র উপায় লিভার প্রতি স্থাপন (liver transplantation)। মৃত ব্যক্তির থেকে অথবা জীবিত ব্যক্তির (Donar) থেকে লিভারের অংশ প্রতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যা করতে হবে তা হচ্ছে এই রোগের থেকে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসা। অনেকেরই পা ফোলা বা পেট ফোলা (Ascites) থাকে। সেক্ষেত্রে নুন খাওয়া কমাতে হবে। ডাইউরেটিক (Diuretic) জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। এবং বেশি পেট ফুলে গেলে জল বার করতে হয়।

এই অসুখের আর এক সমস্যা হল খাদ্যনালীর মধ্যে স্ফীত শিরা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়া। সেক্ষেত্রে সব জায়গায় ব্যান্ড লাইজেশন করে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ। যেমন—প্রোপানোলল দিলে এই রক্তপাতের সম্ভাবনা কম হয়। অ্যালকোহল নেওয়া বন্ধ করা দরকার। ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

Hepatic Encethalopathy হল এই রোগের আর এক জটিলতা। এক্ষেত্রে খাবারে প্রাণীজ প্রোটিন বন্ধ করতে হবে। Lactulse নামে একরকমের তরল ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া মেট্রোমিডাজোল, অ্যামাক্সিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকও দেওয়া হয়।

Chronic Hepatik Encephalopathy থাকলে Portocayal Shunt করা হয়। ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়।

চিকেন পক্সের চিকিৎসা এবং ভ্যাকসিন সম্বন্ধে জানতে চাই, *রঞ্জিনী ব্যানার্জি, গড়িয়া*

উঃ জ্বর বা গা, হাত, পা ব্যাথার জন্য প্যারাসিটামল নেওয়া যায়। ব্যাথার ওষুধ, যেমন আইবুপ্রোফেন না নেওয়াই ভালো। কারণ এগুলি শরীর দুর্বল করে দেয়। ষোলো বছরের নীচে বাচ্চাদের অ্যাসপিরিন দেওয়া যায় না, কারণ এটি Reye's Syndrome নামক এক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। পুষ্টিকর খাবার এবং যথেষ্ট পরিমাণে জল খেতে হবে। আমিষ খাবার খেতে কোনো বাধা নেই। র‍্যাশের ওপর চুলকানো এড়িয়ে চলতে হবে। ক্যালামাইন লোশন লাগালে এবং অ্যালার্জির ওষুধ খেলে কষ্ট কম হয়।

সম্পাদকীয়

ভবিষ্যৎ কোন দিকে

মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে এরাজ্যের শিক্ষার্থীরা। এই যন্ত্রণার কারণ তাদের ভবিষ্যৎ। এই বছরে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এরপর যে পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হবে, তাতে মেধার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার হবে কি না, উচ্চতর পাঠক্রমে পছন্দের বিষয় নেওয়া যাবে কি না, তা ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি এই ডামাডোলের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের ওপর যে মানসিক চাপ এসে পড়েছে, তা পরিমাপের অসাধ্য। মনোবিদরা সেই আশঙ্কার কথাটি বারবার সামনে তুলে ধরছেন। ঘোষিত ছিল নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হলেও, পরে হবেই। এই অভয় বাণীকে পুঁজি করে পরীক্ষার্থীরা মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলেন। অতঃপর জানা গেল তাদের সেই প্রস্তুতি জলে পর্যবসিত হয়েছে। হয়ত অবলম্বন করার মত বিকল্প কোন পথ ছিল না। সরকারি সমীক্ষাতেও জানা গেছে, অভিভাবকরা অধিকাংশই পরীক্ষা না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে এবং অন্তিম পর্বে এসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাক্কায় একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়াটা খুবই আশ্চর্যের নয়। হচ্ছেও তাই। পরীক্ষার্থীদের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

আমরা সকলেই জানি মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক—এই দুটি পরীক্ষাই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য খুবই মূল্যবান। ফলে জীবনের প্রথম পরীক্ষার জায়গাটি যদি ভঙ্গুর হয় তবে পরবর্তী সময়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যেতে পারে। সঠিকভাবে বলতে গেলে অতিমারির দু'বছরে একটা গোটা প্রজন্মকে যে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যেতে হচ্ছে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সব শ্রেণির পড়ুয়ারাই একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে চলছে। যে ছাত্রটি সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে, স্কুল সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই এখনও পর্যন্ত হয়নি। সেখানে যে পরীক্ষা হয় মিড-ডে মিল পাওয়া যায়—এসব কোনকিছুই সে জানে না। যেমন শিক্ষক তাকে প্রথম শিক্ষার পাঠ দেন এবং বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করান—তা আর হয়ে উঠল না। এই মানুষ হওয়ার শিক্ষা থেকে সে বঞ্চিত রইল।

এই অনিশ্চয়তা সমাজের অন্য জায়গায়ও প্রকাশ পাচ্ছে। এই মানসিক বিপর্যয় এক নতুন অতিমারির সৃষ্টি করছে। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, নিরাপত্তাহীনতার অতিমারি। সারা পৃথিবীর মানুষ এই রোগের শিকার। এর কোপে মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন, প্রিয়জন হারাচ্ছেন, এমনকি নিজের জীবন নিয়েও এক অদ্ভুত দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের আরও বেশি। সামাজিক দূরত্ব তাদের আরও বেশি সঙ্গীহীন করে তুলেছে। সোজা করে বলতে গেলে পৃথিবী অসুস্থ, তার শরীর ভাল নেই। এই অবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে হয়ত অনেকসময় পর্যন্ত চলতে হবে। মানসিক ক্ষতির পরিমাপ করার দাড়িপাল্লা নেই ফলে পরিমাপ করারও অসম্ভব। যদি মাপা যেত তবে হয়ত প্রমাণ হত কোভিডের থেকেও বড় বিপদ এটি। কিন্তু হাল তো ছাড়া যাবে না, এরই মধ্যে ভালো থাকার বিষয়গুলোর সুযোগ সন্ধান করতে হবে, মনকে চাঙ্গা রাখতে হবে সকলকে এটাই একমাত্র সহজতম রাস্তা।

সৃষ্টি

স্বামী বিবেকানন্দ

আস্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভান্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে। এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কৃতগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ব বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রতি সূক্ষ্ম ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ কিন্তু সুতার ভেতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর প্রবেশ করবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে। পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্থ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

মাসতামামি

১ জুলাই — কলকাতা হাইকোর্ট চালু হল ১৮৬২
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৮২ (মৃত্যু ১৯৬২)
ভারতে পোস্ট কার্ড চালু হল ১৮৭৯
জাতীয় ডাক্তার দিবস

২ জুলাই — সিরাজ উদ্ দৌল্লাকে হত্যা করা হল ১৭৫৭
সিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল ভারত-পাকিস্তান ১৯৭২
হোমিওপ্যাথিকের স্রষ্ঠা ডাঃ হ্যানিমানের প্রয়াণ ১৮৪৩

৩ জুলাই — *উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ ২০১৩

৪ জুলাই — আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ১৭৭৬
শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং রেল পরিষেবা শুরু ১৮৮১
ঈশ্বরকনা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা হল ২০১২

৫ জুলাই — ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে বিল পেশ ১৯৪৭
আইজাক নিউটন 'ম্যাথামেটিকা' প্রকাশ করলেন ১৬৮৭ (নতুন)

৬ জুলাই — র‍্যাবিস ভ্যাকসিনের পরীক্ষা সফল হল ১৮৮৫
এ কে ৪৭ প্রস্তুত করতে দেওয়া হল সোভিয়েত রাশিয়াকে ১৯৪৭
ভারত-চিনের মধ্যে নাথুলাপাস ফের খুলে দেওয়া হল ২০০৬

৭ জুলাই — বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫
প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হল ২০১০

৮ জুলাই — পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪

৯ জুলাই — ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হল ১৮০০

১০ জুলাই — আমেরিকায় প্রথম টেলিভিশন স্যাটেলাইট টেলস্টার উদ্বোধন হল ১৯৬২

১১ জুলাই — সারা ভারত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু ১৯৬০
সতীদাহ প্রথা রদের বিরুদ্ধে গোড়া হিন্দুদের আবেদন নাকচ করল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৩২

১২ জুলাই — কবি পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪
মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্ম ১৯৯৭

১৩ জুলাই — কবি ভানু দত্তের জন্ম ১৮১৪
মুম্বাই বিস্ফোরণ ২০১১
বিপ্লবী ফরাসি লেখক জিনপল মারাটকে হত্যা ১৭৯৩

১৪ জুলাই — ফরাসী বিপ্লবের উত্থান (বাস্তিল দিবস) ১৭৮৯
ইরাকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল ১৯৫৮
নাট্যকার এবং শিল্পী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের জন্ম ১৮৫৪

১৫ জুলাই — নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং নির্বাসন ১৮১৫
নাট্যকার বাদল সরকারের জন্ম ১৯২২
দু'লাখ শ্রোতার মধ্যে গান গাইলেন মার্কিন গায়ক বব ডিলান ১৯৭৮

১৬ জুলাই — অরুনা আসফ আলির জন্ম ১৯০৯
ব্রিটিশদের তৈরি জিনিস বয়কট করা শুরু হল বাংলাদেশ থেকে ১৯০৫

১৭ জুলাই — মহিলাদের আই এ এস প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হল ভারতে ১৯৪৮
নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৯১৫

১৮ জুলাই — নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯১৮
গজল সম্রাট মেহেদি হাসানের জন্ম ১৯২৭
প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ রোহিনী-১-কে মহাকাশে পাঠানো হল ১৯৮০

১৯ জুলাই — কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩
ডঃ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) জন্ম ১৮৯৯
কলকাতা ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ ১৯৬৭

২০ জুলাই — অ্যাপেলো ১১-এর মহাকাশচারী নীল আমস্ট্রং প্রথম চাঁদে পা রাখলেন ১৯৬৯
নিউ গ্রেনেডার স্বাধীনতা ১৮১০
বিশ্বে প্রথম নির্বাচিত হলেন মহিলা প্রধানমন্ত্রী (সিরিমাভো বন্দর নায়েক, শ্রীলঙ্কা) ১৯৬০
অভিনেত্রী এবং গায়িকা গীতা দত্তের প্রয়াণ ১৯৭২

২১ জুলাই — স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন ১৮৮৩

২২ জুলাই — ভারতের প্রতীক চিহ্ন ঠিক করল গণ পরিষদ ১৯৪৭
লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম ১৮১৪

২৩ জুলাই — বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের জন্ম ১৯০৬
বিপ্লবী বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্ম ১৮৫৬
সি পি আই বেআইনি ঘোষিত হল ১৯৩৪

২৪ জুলাই — 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশ করার দায়ে রেভারেন্ড জেমস লংকে জরিমানা ও কারাবাস করতে হল ১৮৬১
তারাশঙ্করের জন্মদিন ১৮৯৮
অভিনেত্রী ও গায়িকা জেনিফার লোপেজের জন্ম ১৯৬৯

২৫ জুলাই — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯২
ইতালিতে মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হল ১৯৪৩
প্রণব মুখোপাধ্যায় ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন ২০১২

২৬ জুলাই — বিধবা বিবাহ আইন চালু হল ১৮৫৬
জর্জ বার্নার্ড শ-এর জন্ম ১৮৫৬
রজনীকান্ত সেনের জন্ম ১৮৬৫

২৭ জুলাই — আটলান্টা অলিম্পিকে সন্ত্রাসবাদী হানা ১৯৯৬
কোরিয়ার অস্ত্র সমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৫৩

২৮ জুলাই — চৌধুরী চরণ সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন ১৯৭৯

২৯ জুলাই — দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি স্থাপিত হল ১৯৫৭

৩০ জুলাই — বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
মোটর গাড়ি শিল্পের কর্ণধার হেনরি ফোর্ডের জন্ম ১৮৬৩
বাগদাদ-এর পত্তন খ্রীঃ পূঃ ৭৬২

৩১ জুলাই — বিপ্লবী উধম সিং-এর ফাঁসি ১৯৪০
মুন্সী প্রেমচাঁদ-এর জন্ম ১৮৮০
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৪

ঝড়ের কাছেই রয়েছে তার মায়ের ঠিকানা

পারিজাত বোস

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাগরের থেকে ধেয়ে আসা ঝড়কে 'সাইক্লোন' নাম প্রথম দিয়েছিলেন পিডিংটন সাহেব। গ্রীক শব্দ সাইক্লস থেকে এসেছে সাইক্লোন। যার মানে হল 'বৃত্ত'। এই কলকাতাতেই থেকে সাইক্লোন নামকরণ করেছিলেন পিডিংটন সাহেব। তিনি এই শব্দের স্রষ্টা। যখন একটা ঝড়ে ১৭৩৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে একইসাথে সুন্দরবনের কাছে ক্যানিং বন্দর, গোসাবা, হ্যামিল্টনগঞ্জ ছারখার হয়ে গেছিল, তখন মানুষ পিডিংটনকে আস্তে আস্তে পাত্তা দিতে শুরু করলেন।

বাংলা, বাংলাদেশ, উড়িষ্যায় প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পরে। এই ঝড়ের ঠিকানা বঙ্গোপসাগর। ১২৮১ সালে জাপানের টাইফুন 'কাসিকাজে' থেকে ২০০৮-এ মায়ানমারে 'নার্গিস'-এই সাড়ে সাতশ বছরে ছত্রিশটা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছে। এর প্রত্যেকটারই জন্ম দিয়েছে বঙ্গোপসাগর। গঙ্গায় পলি জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। ফলে গঙ্গার নাব্যতাও ক্রমশ কমতে থাকে। এরফলে কলকাতা বন্দর তার জন্মের সময় থেকেই সমস্যায় আক্রান্ত। এই কলকাতা বন্দর পত্তন হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভাগীরথী নদী গঙ্গার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিকল্প ভাবনাচিন্তা চলতে থাকে কলকাতা বন্দর নিয়ে। লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন এই সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পরেই শুরু হল ক্যানিং বন্দরের কাজ। এই বন্দরের প্রাথমিক কাজ শুরু কিছু পরেই ১৭৩৭ সালের ঝড় সব শেষ করে দেয়। তখন এই ঝড়ের নাম দেওয়া হয়েছিল 'কলকাতা সাইক্লোন'। পুরনো পুঁথিপত্র থেকে জানা গেছে এই ঝড়ের সঙ্গে ভূমিকম্পও হয়েছিল। একমাত্র প্রখ্যাত ব্রিটিশ নাবিক-বিজ্ঞানী হেনরি পিডিংটন উল্লেখ করেন যে, এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ভূমিকম্পও হয়েছিল। জানা যায়, গঙ্গার জল ফুলে ৪০ ফুট পর্যন্ত উঠেছিল। বহু মানুষ, গবাদি পশু, সেতুর ক্ষতি হয়েছিল। আরও জানা যায় যে, পাঁচশো টনের দুটো ইংল্যান্ডের জাহাজ নদীর বুক থেকে উড়ে গিয়ে ৩০৯ মিটার দূরে পরেছিল। অনেক পালতোলা জাহাজ দশ কিলোমিটার দূরে গাছের মাথায় ঝুলে ছিল। বলা যেতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছিল কলকাতা সহ বাংলার বড় একটা অংশ।

এই ঝড়ের কারণেই ক্যানিংয়ের বন্দর কলকাতা বন্দরের বিকল্প হয়ে উঠতে পারল না। অগত্যা কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির করার কাজের ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হল। সাইক্লোনের দু'টো দিক আছে, একটা ভাল, একটা খারাপ অর্থাৎ ধ্বংস ও সৃষ্টি। সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি মৌজা ছিল গঙ্গার খুব কাছাকাছি। গঙ্গা থেকে দু'টো খালও তখন ছিল। একটি খাল গঙ্গা থেকে পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, ঠনঠনে হয়ে শিয়ালদা ও বেলেঘাটার মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত। অন্য খালটি কলকাতা ও গোবিন্দপুরের মধ্যে দিয়ে চাঁদপাল ঘাট হয়ে ক্রিক রো অতিক্রম করে মৌলালির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত। এই খালগুলো কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছে যে তাদের জীবনটা বদলে যাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৩৭ সালের ঝড়ে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। তখন কলকাতায় দিনে দুপুরে বাঘ ডাকত, জঙ্গলময় ছিল চৌরঙ্গী। সুতানুটিতে জঙ্গলের মাঝে মাঝে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্তাদের কয়েকটা বড় বড় বাড়ি ছিল, আর ছিল কিছু বস্তি। সর্বসাকুল্যে কলকাতায় মানুষের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি। উল্টোডাঙ্গার খালের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বিদ্যাধরী নদীর। এই নদী দিয়ে খুলনা, যশোরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। তখন ডিঙ্গিগুলোকে উল্টোডাঙ্গার সামনে সারাই করবার জন্য উল্টে আলকাতরা মাখিয়ে রাখা হত। কালেভদ্রে এই উল্টোডাঙ্গাই হয়েছিল উল্টোডিঙ্গি। ৩০ সেপ্টেম্বরের ঝড়ে ক্রিক খালে বহু জলযান ডুবে যায়। নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশরা তখন এই খাল বুজিয়ে দিয়ে রাস্তা তৈরি করে। এটাই এখন ক্রিক রো। পিডিংটনের ঝড় নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। যখন তিনি এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন এবং কিছু বই সংগ্রহ করলেন (১৮৩৮), তাঁর ঝড়কে নিয়ে জানার উৎসাহটা বেড়ে গেল। এবার তিনি নানাভাবে ঝড়ের তথ্য শুরু করলেন। এরপর ব্রিটিশ সরকার ঝড়ের তথ্য সংগ্রহ করে পিডিংটনকে দিতে শুরু করলেন।

এখন পৃথিবীটা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু মানুষের চৈতন্য বাড়ছে না। কলকারখানা বাড়ছে, প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে, দূষণ বাড়ছে, ফলে পৃথিবীর উষ্ণতাও বাড়ছে। দুই মেরু থেকে গলতে শুরু করেছে বরফের ভান্ডার, বাড়ছে সমুদ্রের জলের স্তর। উপরিভাগের জল বাষ্প হয়ে আরও বেশি পরিমাণে উড়ে যাওয়ার কারণে সাগরের বুকে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। প্রাকৃতিক নিয়মেই শূন্যস্থান ভরাট করতে আসে পাশের ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসছে এভাবে নিম্নচাপ তার শক্তি বাড়িয়ে পরিণত হচ্ছে সাইক্লোন এবং সুপার সাইক্লোনে। রেকর্ড ঘেটে জানা যায় ১৮৭৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর থেকে তৈরি হওয়া ঝড়ের সংখ্যা ২৬ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। ১৮৯১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৩৮০ টা ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম দিয়েছে বঙ্গোপসাগর। যার মধ্যে সাইক্লোনের আকার নিয়েছে ১০৩টি।

বাংলার সাইক্লোনের ইতিহাসটা একটু ঘেটে দেখা যাক। ২০০৬ সালে 'মালা', ২০০৭ সালে 'সিডার', ২০০৮ সালে 'রশ্মি' এবং 'নার্গিস', ২০০৯ সালে 'বিজলি' ও 'আয়লা', ২০১০ সালে 'গিরি', ২০১৩ সালে 'ফাইলিন', ২০১৫ সালে 'কোমেন', ২০১৮ সালে 'তিতলি', ২০২০ সালে 'আমপান', ২০২১ সালে 'ইয়াস'-এইভাবে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় প্রবল শক্তি বাড়িয়ে সুন্দরবন নয়তো উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় আছড়ে পড়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তার জলে ভেসে আসা পলি একটু একটু করে জমিয়ে এই সুন্দরবন ব-দ্বীপটি তৈরি করেছিল। ঝড়ের দাপটে এখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে এই সুন্দরবন। আমপান থেকে ইয়াস ভুলের খেসারত দিচ্ছে মানুষ। ব্রিটিশ আমল থেকেই সুন্দরবনে বসতি শুরু হয়েছিল। সেটা ছিল শুরুর ভুল। দিঘা, মন্দারমণির সমুদ্রতটে যত্রতত্র হোটেল নির্মাণ হচ্ছে। ম্যানগ্রোভ আর ঝাউবন কেটে তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের রাস্তা—যা মানুষকে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। এই ধ্বংসের পরে প্রথা মেনে সৃষ্টি কবে আসবে তা কারও জানা নেই।

ভারতের অর্থনৈতিক হাল ফেরাতে কাজের সুযোগ এবং বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

প্রথমবারের লকডাউনের সময় অর্থনীতিবিদদের অনেকে বলেছেন দেশের আর্থিক উৎপাদন যেভাবে হঠাৎ একেবারে তলানিতে নেমে গেছে লকডাউন উঠে গেলে দেশের আর্থিক কাজকর্ম আবার হঠাৎই খুব তড়িঘড়িই আগের জায়গায় ফিরে যাবে। এই আর্থিক উৎপাদনের হঠাৎ পড়ে যাওয়া এবং আবার হঠাৎ প্রায় আগের জায়গায় ফিরে যাবার ব্যাপারটিকে অর্থনীতিবিদ্‌রা বলতেন 'V' আকারের আর্থিক নেমে যাওয়া ও পুনরুত্থান।

তবে মজার ব্যাপার হল এ 'V'-আকারে পুনরুত্থান একেবারেই হয়নি। প্রথম ত্রৈমাসিকের গত ২০২০-২১ সালে জাতীয় উৎপাদন তার আগের বছরের (২০১৯-২০) তুলনায় ঐ সময়ে ২৪.৫ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। কিন্তু গত অর্থবর্ষে তার পুনরুত্থান হয়নি, দেশের আয় সারা বছরে তার আগের বছরের (২০১৯-২০) তুলনায় প্রায় ৭.৫ শতাংশ কমেই গেছিল।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর বিষয়ে

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর বিষয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন, দেশের উৎপাদন অনেক কমছে কিন্তু পুনরুত্থান হবে দেরি করে অর্থাৎ ধীরে ধীরে। কেন এরকম মনে করা হচ্ছে? কারণ দেশের উৎপাদনে বাড়বে যদি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি হয়। যদি চাহিদার পরিমাণ এমন হয় যে, বাজারে জিনিস এনে তার প্রায় সবই বিক্রি হবে। অর্থাৎ সাধারণ ক্রেতা বা নিজেদের প্রয়োজনে কিনে নেবে। যদি বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ঠিক না থাকে তবে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন যা করতে পারেন তার চেয়ে কম উৎপন্ন করবেন। মজুত বাড়িয়ে ব্যবসাদারদের কোন লাভ হবে না। দেশে উৎপাদন কম হওয়া মানে চাকরি কম হওয়া। চাকরি না বাড়লে মানুষের হাতে টাকা আসবে না। তারা বাজারে গিয়ে জিনিস কিনতে

পারবে না ইচ্ছা মত। এইভাবে একটা চক্র কাজ করতে থাকে এইরকম খারাপ অবস্থা হলে।

এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে যেভাবে দেশে বেকারত্ব বেড়েছে এবং সংকট বহুদিন ধরে চলার ফলে সঞ্চয়ও যেভাবে কমেছে মানুষের হাতে তাতে করে বাজারে চাহিদা তৈরি হতে সময় লাগবে। কতদিন সময় লাগবে অবস্থার উন্নতি হতে সেটা করোনা ভাইরাসের আক্রমণ দিয়েই বোঝা যাবে না। এর সঙ্গে সরকারী আর্থিক নীতির বিষয়টিও ভাবতে হবে।

অবস্থার উন্নতি নির্ভর করবে কাজের সুযোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে

সরকারি মতে দেশের অবস্থা এতটা খারাপ নয়। কারণ, শেয়ার বাজারে উর্দ্ধগতি, বিদেশী পুঁজির বেশি বেশি করে আগমন ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলো দিয়ে দেশের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য এখানে আলোচনা অন্য। তাহলে তবে কী দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাবে যে দেশের অর্থব্যবস্থা ভাল? তা হল মানুষের কাজের সুযোগ কতটা বাড়ছে এবং দেশে নতুন করে কত পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ করা হচ্ছে। কারণ কাজের সুযোগ বাড়ার অর্থ চাহিদার বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির অর্থ হল ব্যবসায়ীরা আশার আলো দেখছেন এবং দ্রব্যের উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধি। এখন এই কাজের সুযোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

বর্তমানের দেশে কাজের সুযোগ

দেশের কাজের বাজারের সন্ধান পাওয়ার ভাল উৎসই হল সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (CMIE)-র তথ্য। সেই CMIE-র তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে গত এপ্রিল এবং মে মাসে ২.২ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে। এর ফলে দেশে কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ কাজ পাচ্ছেন না, এমন মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১.৮৬ শতাংশ। এই পরিস্থিতির আগেই অর্থাৎ ২০১৮ সালেই এই কাজ না পাওয়া মানুষের অনুপাত ছিল ৫.৪৮ শতাংশ। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই দুঃসময়ে বিশেষ কারণে বহু মানুষ কাজ খোঁজার বাজার থেকেই সরে গেছেন। তারা ভাবছেন আর হয়তো কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় তাদের বিশেষ অসুবিধার কারণে। এই অংশটা কিন্তু খুব বড়। এই সময় প্রায় ২.৫ শতাংশ মানুষ কাজ আর করতে পারবেন না বলে মনে করছেন। তাই এমন কাজ করতে চাওয়া মানুষের পরিমাণ কমে মাত্র ৪০.৪০ শতাংশ নেমে এসেছে। ভারতের মতো দেশে কাজের বাজার থেকে মানুষের সরে যাওয়ার অর্থ সহজেই অনুমান করা যায়। এর ফলে জাতীয় আয় কমে যাবে। অনেক মানুষ কাজ করতে না পারলে পরিবারের আয় কমবে। বাজারে চাহিদা কমবে। এই কাজের বাজারের থেকে সরে যাওয়া মানুষের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। জুন মাসে অবশ্য বেকারত্বের হার কমতে পারে বলেই আশা। কারণ অনেক জায়গায় কাজের সুযোগ খুলছে।

নতুন বিনিয়োগের অবস্থা

নতুন বিনিয়োগ এখন হলে তবেই আগামী দিনে দেশে উৎপাদন বাড়বে। বাড়বে কাজের সুযোগ এবং বাজারে চাহিদা। নতুন রাস্তাঘাট, নতুন কারখানা, বাড়ি, ব্যবসা বেড়ে যাওয়াটা জরুরি। গত অর্থ বছরে, ২০২০-২১-এ ব্যাঙ্ক ঋণ-এর পরিমাণ এত কম ছিল যে তা গত ৫৯ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। যদি ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ এত কম হয় গত বছর তার অর্থ এবছর বা আগামী কয়েক বছরে তার প্রভাব পড়বে। এই অর্থ বছরে, যে ২১-এর শেষে, ব্যাঙ্ক ঋণ মাত্র ৬.১২ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ ঐ সময়েই ব্যাঙ্কে মোট জমা টাকার পরিমাণ ১৩.৪ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগ এত কম যে, প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা কোন বিনিয়োগের কাজেই লাগে না। তাই দেশের আর্থিক হাল ফেরা যে সহজ হবে না তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া সরকার মানুষের হাতে টাকা না দিয়ে বা তাদের আয়ের ব্যবস্থা না করতে চায় বলে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ভাল হওয়া সুদূর প্রসারী। সময়ের ব্যাপার।

এ ক্ষতির কোন পরিমাপ হয় না, ‘ওরা ভাল নেই’

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

যন্ত্রণাময় দরিদ্রের সমস্যা। অনাহার, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যের বিপদ সব এক দিকে। অন্যদিকে, দরিদ্রের মনের ওপর চলছে নিরন্তর চাপ। দিনভর রোগ নিয়ে কথা, মা-বাবার অনিশ্চিত রোজগার নিয়ে কথা, মৃত্যু নিয়ে কথা। ফলে জীবনটাই আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় ভরা থাকে। গত দেড় বছর ধরে বহু প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সবারই এক কথা ‘ওরা ভালো নেই’। ‘ওরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী’। মাস্টারদের কথার মূল অর্থ হল, স্কুল বন্ধ বলেই ওরা ভাল নেই। স্কুল খোলা থাকলে প্রতিদিনকার জ্বালাযন্ত্রণা থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। সেখানে স্কুল বন্ধ হয়েই জীবনটাকে ছারখার করে দিয়েছে। এদের কত জনের বুদ্ধি স্বাভাবিক পথে এগোবে বলা কঠিন। কেউ মুষড়ে পড়ছে, কেউ আবার একাকিত্বের অতল তলে ডুবে যাচ্ছে, কেউ অপরাধের দিকে ঝুঁকছে, বলছিলেন শিক্ষকরা। মনে কোন দ্বিধা না রেখে দু-একজন শিক্ষিকা বলেছেন, ‘যত জন স্কুলে ফিরতে পারবে, তাদের মধ্যে কতজনকে আমরা সুস্থ জীবনের পথ দেখাতে পারব, আমাদের জানা নেই।’

স্কুল বন্ধ থাকায় বিক্ষিপ্তভাবে নানানরকম চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। ছোট ছোট ভিডিয়ো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সাহায্যে যোগাযোগ করে পড়াশুনার প্রবাহটা বজায় রাখা হচ্ছে। যতই চেষ্টা হোক না কেন এগুলো হচ্ছে সিন্ধুতে বিন্দু। ক’জনের স্মার্টফোন আছে? ক’জনই বা ইন্টারনেটের সুবিধা পায়? সম্প্রতি ইউনিসেফের একটা সমীক্ষা থেকে জানা গেছে সারা পৃথিবীতে ৩০ শতাংশ শিশু ছাত্রছাত্রীদের কাছে ফোন বা ইন্টারনেটের সুবিধা নেই। ভারতে তো এর পরিমাণ অনেক বেশি।

সমীক্ষা আরও বলেছে, বঞ্চিতদের তিন-চতুর্থাংশ গ্রামাঞ্চলের এবং দরিদ্র পরিবারের। শুধু গ্রামে নয়, শহরেও অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে স্মার্টফোন নেই। সেকারণেই দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার সুবাদে অনেক স্কুলছুট হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতাও তাই বলছে। এর পরিমাণ খুবই ভয়ঙ্কর। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ধারণা, দ্রুত বিশ্বে এবং ভারতের মতো দেশগুলোতে বহু শিশুকে সস্তা মজুরের বাজারে দেখতে পাওয়া যাবে।

দুঃস্বপ্নের শেষ এখানেই নয়। আরও ঘোর সংকট দেখা দিতে পারে। একটা গোটা প্রজন্ম পড়াশুনা নামক বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে যাবে। এরই মধ্যে যারা পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে, তাদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী গণিত এবং ভাষা বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা থেকে যাবে। কারণ এক দু’সপ্তাহ স্কুল কামাই হলে শিশু শিক্ষার্থীরা অনেককিছু ভুলে যায়, তাদের আবার নতুন করে শেখাতে হয়। এখানে তো মাসের পর মাস পড়াশুনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। অবস্থাটা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ক্ষতিটা যে কত ভয়ঙ্কর অনুমান করতে গেলে ভয় লাগে। মোদ্দা কথা বাচ্ছাদের মানুষ হওয়ার পথটাই আটকে গেল, মানষিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হল, ওরা নিঃসঙ্গ হল, শিক্ষা তাদের কাছে যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি শিশুদের সামাজিক বিকাশ। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে না পারা, দেখা না হওয়া, বাইরে বেরোতে না পারা ইত্যাদি কারণে তারা বিষন্নতার শিকার হচ্ছে (ধনী ও দরিদ্র উভয়ই)। কিছু বিত্তশালী বাড়ির ছেলেমেয়েরা হয়তো এগিয়ে যাচ্ছে অনেকদূর, কিন্তু মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট ঘাটার প্রবনতা। ঘরের মধ্যেই এক বিচ্ছিন্ন বিশ্বে নিজেকে বন্দি করে রাখার ঝোঁক।

দেশের কয়েক কোটি শিশুর জীবন থেকে শৈশব কেড়ে নেওয়া হল। খেলার মাঠ, আকাশের রঙ, গাছের পাতা, পাখির ডাক, কলতলা, বন্ধুমহল, শিক্ষক, স্কুল, আইসক্রিম, ফুচকাওয়ালার বাসন বাজাবার শব্দ, কাগজের নৌকা, মাটির গন্ধ সব কেড়ে নেওয়া হল। কারণ এটা খুবই সহজ। আমরা এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে জেনেও ভোট, পুলিশ ক্যাম্প, পার্টি মিটিংয়ের মতো, নানা কাজে সবার আগে স্কুলটার দখল নিয়ে নেওয়া হয়। সেই একই ঐতিহ্যের পরম্পরায় কোভিডের রব ওঠা মাত্রই প্রথম পর্যায়ে স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেল। শিশুদের পড়াশুনার কী হবে, তাদের জীবনটা কোন প্রবাহে বইবে এসব ভাবার কোন জায়গা নেই। যদি কেউ এবিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাকে বোঝানো হয়েছে আগে প্রাণ, পরে পড়াশুনা। অতিমারিতে যা ক্ষতি হচ্ছে, তার থেকে ঢের বেশি ক্ষতি হচ্ছে স্কুল বন্ধ থাকায়। শিশুরাই যদি ভাল না থাকে, তাহলে আর দেশের ভাল কি করে হবে? ইউরোপে অনেক স্কুল কিন্তু এখন খুলে গেছে। বিকল্প চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী-মাস্টার-পড়াশুনার সম্পর্ক রাখা যেত। সাবধানতা মানতে গিয়ে শিশু জীবনের পথটাই রুদ্ধ করে দেওয়া হল। ‘ওরা ভাল নেই’।

কবিতা

একজন খেটে খাওয়া মানুষের রোজ নামচা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

নদীর ধারে ছোট্ট কুটির, হেথায় মোদের বাস,
গরম ভাতে, নরম কাঁথায়, সুখেরই আশ্বাস।।
দিনের বেলা ধানের ক্ষেতে, কাজের টানে যাই,
কাস্তে নিড়ানিতে মোড়া, বিপ্লব শানাই।।
দুপুর বেলা গরম ভাতে, কুমড়োর তরকারী,
সুখের ভেলায় ভাসি মোড়া, হাসতে নাহি ছাড়ি।।
সাঁঝের বেলায় ঘরে ফিরে, তোর শরীরের ওম,
তোর সোহাগে, তোর আদরে, সুখটা কি সে কম?
এমনিভাবে যায় যদি দিন, কষ্টটা মোর কি সে,
থাক না অভাব, থাক না দুঃখ, সুখটা থাকবে মিশে।।
তোর আমারই রূপকথাতে, ভাগ নেই তো কারও,
হোক না হেথায়, অন্য কারও, রূপকথারই শুরু।।

পরিণতি

অনির্বাণ কর

আজকে তুমি হেসেই খুন, কালকে আইসিইউ
মনে রেখো যায়নি এখনো করোনা নামক ঢেউ।
তৃতীয় ঢেউ আসছে ফিরে সঙ্গে নিয়ে সে
হিসেব সব হয়েই আছে ওপরে যাবে কে-কে।
ভয় কী বাবা, যেতে তো হবে আজ নয়ত কাল
পৃথিবীতে করোনা আসায় পুড়ল কত কপাল।
হয় আমরা মরব রোগে, নয় কাজ হারানোর জ্বালায়
তার চেয়ে বরং চলে গেলে চুকল আপদ-বালাই।

প্রকৃতির মাঝে

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

সবুজের বনে উঁকি মারে ওই
এক ফালি নীলাকাশ,
তারি তলায় বিছানো রয়েছে
নরম সবুজ ঘাস।
চারিদিক আলো করে থাকে
হলুদ কমলা ফুল,
তারি মাঝে মধুকর এক
করে তার পথ ভুল।।

শান্ত আকাশের বুকের মাঝে
পাখি খোঁজে তার বাসা,
মিলবে সে তার পরিজন সাথে
মনে রয় তার আশা।
একা একা ভাসে জলেতে কেবল
পালহীন এক তরী,
ঘাটেতে ছোঁয়া লাগায় না কভু
যায় দূরে সরি সরি।।

কত কথা তার না বলা রইল
বুক ভরা দুঃখ সুখ,
হয়তো তাকে নাড়া দিয়ে যায়
পলকে প্রিয় কোনো সুখ।
শান্ত নদীটি বয়ে চলেছে
যুগ যুগান্ত ধরে,
তাকে ঘিরে যত বৃক্ষরাজি
শ্বাস নেয় প্রাণ ভরে।।

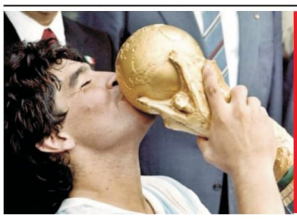

স্টেডিয়াম

চমক দিয়ে জিতলেন নোভাক

নোভাক জোকোভিচ

প্যারিস-রোঁলাঁ গারোজে রাফায়েল নাদালকে হারানো খুবই মুশকিল। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন নোভাক জোকোভিচ। ফরাসি ওপেনে দমবন্ধ করা ফাইনালে ১৯ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন নাদাল। চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম অন্তত দু'বার করে জেতার রেকর্ড করলেন তিনি। এবার নাদাল চাইছেন ক্যালেন্ডার স্ল্যামের নজির গড়তে। অর্থাৎ এক বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতেছেন। সামনে এবার উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেন রয়েছে। শেষবার এক ক্যালেন্ডার বর্ষে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন কিংবদন্তি রড লেভার (১৯৬৯)। জোকোভিচ মনে করেন 'গোল্ডেন স্ল্যাম' জেতাও অসম্ভব নয়। অর্থাৎ চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার পাশাপাশি টোকিও অলিম্পিক্সেও শোনা যায়। এই কৃতিত্ব রয়েছে একমাত্র স্টেফি গ্রাফের। ১৯৮৮ সালে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। জয়ের পরেই স্টেডিয়ামে এক ক্ষুদে ভক্তের হাতে ১৯ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের র‍্যাকেট তুলে দেন তিনি। ফাইনালে তিনি হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ স্টেফানোস চিচিপাস। চিচিপাস জানান, কোর্টে নামার পাঁচ মিনিট আগে তিনি জানতে পারেন ঠাকুমা প্রয়াত হয়েছেন। রানার্সের ট্রফি তিনি ঠাকুমাকে উৎসর্গ করেছেন।

দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি-টোকিও অলিম্পিক্সের জন্য ভারতীয় মহিলা হকি দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬ সদস্যের দলে ৮ জন রয়েছে নতুন মুখ। বাকি ৮ জন খেলেছেন রিয়ো অলিম্পিক্স দলেও। নতুনদের মধ্যে রয়েছে গুরজিৎ কৌড়, শর্মিলা দেবী, সালিমা টেটে, লালরেমসিয়ামি। এর মধ্যে সালিমা ২০১৮ সালে বুয়েনার্স আয়ার্সে আয়োজিত যুব অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অলিম্পিক্সের আসরে এবার ভারতীয় মহিলা হকি দলের পারফরম্যান্স ভাল হবে বলেই অনেকে মনে করছেন।

সরলেন আজহার

হায়দরাবাদ-হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল মহম্মদ আজহার উদ্দিনকে। শুধু তাই নয় এরই সঙ্গে তাঁর সদস্য পদও বাতিল করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দুবাইয়ের একটি ক্রিকেট ক্লাবের সদস্য তা জানাননি ভারতীয় বোর্ডকে। অ্যাপেক্স কাউন্সিল জানাচ্ছে, 'সদস্যদের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে আজহার উদ্দিনকে শো-কজের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে শো-কজের জবাব দিতে হবে।'

ইউরো কাপে ফ্রান্স-জার্মান ম্যাচে প্যারাশুটার নামছে মাঠে। পরিবেশ বাঁচানোর দাবিতে ১৫ জুন এক আন্দোলনকারী প্যারাশুট নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। এতে কয়েকজন দর্শক আহত হন। স্টেডিয়ামে উপর থেকে কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ে।

বিতর্ক ব্রাজিল

ব্রাজিল-কোপা আমেরিকায় শেষ আটে খেলার ছাড়পত্র আগেই পেয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু ২৪ জুন রীতিমতো ঘাম ঝড়িয়ে জিততে হল কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। আবার সেই জেতাটাই হয়ে রইল বিতর্কিত। খেলার শুরুর আট মিনিটে লুইস দিয়াসের গোলে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। শেষপর্যন্ত ৭৮ মিনিট খরচ করে রবার্তো ফির্মিনোর গোলে সমতা ফেরায় ব্রাজিল। আর সেই গোল নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। নেমারের গোলমুখী শট রেফারির গায়ে লেগে চলে যায় রেনান লোদির কাছে। তাঁর ক্রস থেকে গোল করেন ফির্মিনো। কোপা আমেরিকার এই ম্যাচটিকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। রেফারির সিদ্ধান্ত ভুল বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আবার একদল ক্রীড়াপ্রেমীর বক্তব্য রেফারি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই ম্যাচে।

ফরাসি ওপেনে নতুন তারকা

প্যারিস-এবারের ফরাসি ওপেন ঘটনাবহুল। শরীরের ধকল নিয়ে রোঁলাঁ গ্যারোজ থেকে সরে দাড়ালেন রজার ফেডেরার। একই দিনে (৬ জুন) মহিলাদের সিঙ্গলসের চতুর্থ রাউন্ড

রাইবাকিনা

থেকে বিদায় নিলেন ২৩টি গ্রান্ড স্ল্যামের অধিকারী সেরেনা উইলিয়ামস। ২১ নম্বর বাছাই এলেনা রাইবাকিনা হারিয়ে দেন সেরেনাকে। খেলোয়াড় জীবনে প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন কাজাখস্তানের রাইবাকিনা। মস্কোয় জন্ম হলেও ২০১৮ সালে রাইবাকিনা নাগরিকত্ব নেন কাজাখস্তানের। তখন তিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭৫ নম্বরে ছিলেন। তিন বছর পর সেই রাইবাকিনা এখন দেশের এক নম্বর খেলোয়াড়। এখন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ২২। অন্যদিকে, ভারতীয় সমর্থকদের জন্য ভালো খবর। ডাবলসে রোহন বোপন্না এবং ক্রোয়েশিয়ার ফ্রাঙ্কো স্কুগোর জুটি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। দু'বার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করেছেন রজার। ক্লে কোর্টে বেশি সময় ধরে খেললে পরে হাঁটুতে চাপ আসছে। তিনি জার্মানির ডমিনিক কোয়েপফারের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন ঘন্টা লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত হেরে যান কোয়েপফার।

প্রয়াত মিলখা

উড়ন্ত শিখ মিলখা

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়েছেন মাস খানেক। এরপর ১৮ জুন রাত সাড়ে ১১টায় চণ্ডীগড়ের একটা হাসপাতালে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি অ্যাথলিট মিলখা সিং। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। রেখে গেলেন ছেলে জীব মিলখা সিং আর তিন কন্যাকে। পাঁচদিন আগে করোনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী নির্মল কৌরের। ১৬ জুন মিলখার করোনার পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ' এসেছিল কিন্তু ১৭ জুন সন্ধ্যে থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। জ্বর আসার সঙ্গে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও কমতে থাকে। ফের তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসাপাতালে। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সেরা পারফরম্যান্স হল ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক্সে ৪০০ মিটারে চতুর্থস্থান। চার বার এশিয়ান গেমসে সোনা পেয়েছেন। ১৯৫৮ কমনওয়েলথ গেমসে চ্যাম্পিয়ন। পদ্মশ্রী ১৯৫৯ সালে। দক্ষতার জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'উড়ন্ত শিখ' উপাধি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এবং ক্রীড়া জগতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। ১৯২৯ সালের ৩০ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের গোবিন্দপুরায় (বর্তমানে পাকিস্তানের) জন্ম মিলখার।

টেস্টে সেরা নিউজিল্যান্ড

ইংল্যান্ড-বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দু'দিন বৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়েছে। চারদিনের খেলায়

ট্রফি হাতে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারল ভারত। ম্যাচের ষষ্ঠ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭০ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারতীয় দল। জয়ের জন্য ১৩৯ রান তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনারকে হারায় মাত্র ৪৪ রানে। এই ম্যাচের নায়ক নিউজিল্যান্ডের উইলিয়ামসন। দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান রস টেলর এবং উইলিয়ামসন ধীরে সুস্থে ব্যাট করে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি ঘরে তুলল। ভারতের এই হারের মূলে রয়েছে ব্যাটসম্যানদের ভুল শট মারা।

স্বপ্নের রানি ক্রেচিকোভা

প্যারিস-ফরাসি ওপেনে নতুন চাম্পিয়ন হলেন চেক প্রজাতন্ত্রের বার্বোরা ক্রেচিকোভা ১২ জুন ফাইনালে তিনি ৬-১, ২-৬, ৬-৪ ফলে হারান রাশিয়ার আনাস্তাসিয়া পাভলিউচেঙ্কোভাকে। এই প্রতি যোগিতায় ২০০০ সালে মেরি পিয়ার্সের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ফরাসি ওপেনে সিঙ্গলসে এবং ডাবলস খেতাব জেতার রেকর্ড গড়লেন বার্বোরা ক্রেচিকোভা। ১৪

স্বপ্নের রানি ক্রেচিকোভা

জুন ক্যাটারিনা সিনিয়াকোভারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ৬-৪, ৬-২ হারান বেথানি মাটেক স্যান্ডস ও ইগা শিয়নটেকের জুটিকে। পাশাপাশি সিঙ্গলসে র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ১৮ ধাপ এগিয়ে ১৫ নম্বরে উঠে এসেছেন এবং ডাবলসে ফিরলেন এক নম্বরে। ২৫ বছর বয়সী বার্বোরা সিঙ্গলসে এই নিয়ে পঞ্চমবার বড় মাপের প্রতিযোগিতায় নেমেই সাফল্যের মুখ দেখলেন। খেলা শেষে ক্রেচিকোভার হাতে ট্রফি তুলে দেন কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।

রজার বনাম নোভাক

লন্ডন-আসন্ন উইম্বলডনের ফাইনালে ফের হতে পারে ফেডেরার এবং নোভাকের সঙ্গে। উইম্বলডনের প্রকাশিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে দুই তারকা দুই আলাদা অর্ধে রয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দর্শকরা এবার স্বপ্নের ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবেন।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সংগঠনের খাদ্যবণ্টন কর্মসূচীর কিছু বিশেষ মুহূর্ত

আরকেডি ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে শিশুর হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

রাজা রামমোহন সরনী সেভেন স্টারে অনুষ্ঠান শুরুর আগে সংগঠনের সদস্যরা

নিজস্ব চিত্র জাগরণী ক্লাবের কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

খাবারের প্যাকেট হাতে মাদার নেস্টের খুদেরা। নিজস্ব চিত্র

খাদ্যপ্রদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে উৎসাহী বাঁশদ্রোণী যুবসংঘের সভ্যরা

নিজস্ব চিত্র খাদ্যপ্রদান অনুষ্ঠান চলছে শীললেন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির সহযোগিতায় নিজস্ব চিত্র

রোটারি ক্লাব অব ক্যালকাটা, লেকটাউনে অনুষ্ঠান শুরুর আগে অপেক্ষারতসংগঠনের সদস্যরা নিজস্ব চিত্র

আনন্দনগর স্পোর্টিং ক্লাবের তরফ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে সংগঠনের সদস্যদের হাতে নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বিবিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) আশীষ ব্যানার্জি, ৫৬) রেবা রায়, ৫৭) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৮) ইরা দত্ত, ৫৯) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬০) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬১) তৃষ্ণা বসু, ৬২) গৌতম শীল, ৬৩) লক্ষীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৪) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৫) শ্যামল মুখার্জি, ৬৬) কমল মাইতি, ৬৭) সুব্রত সাহা, ৬৮) সুব্রত ঘোষ, ৬৯) সোনালি বিশ্বাস।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.